শব্দ

অরূপ পান্তী

শব্দেরা নিদ্রিত থাকে মেধায় ও মননে
জাগরণহীন কলকোলাহলে
নৈঃশব্দের নরম স্পর্শ তাকে জাগায়
একটি শব্দ জেগে উঠে বাকিরা
সারিবদ্ধ হয়ে নামে পিঁপড়ের মতো
শব্দেরা পাতা ও পালক
ঝড়ে পাতা পড়ে, পালক ওড়ে
তখন বৃক্ষ ও পাখি
বিষাদের নতুন গল্প বলে

এই বেলা

সুভাষচন্দ্র ঘোষ

নিজেকে উৎসাহ দিই পড়ন্ত বিকেলবেলা; ঝিম অবসাদে।
নিজেকেই বলি শুধু পার হও, পার হও, এই পথ, পথ।
স্নান সারো হাওয়া জলে, দুটো খেয়ে ঘুমোয় এবার।
কিছু দরজা খুলে যাবে এই ভেবে, ঘরে চল তাকে ডাকো আজ।

এই বেলা দুটো কতা উড়িয়ে দিলেই হয়; কালো অন্ধকার।
এই বেলা তোরঙ্গের গোপন ন্যাপথলিন শুঁকে নিলে হয়,
শব্দ ওড়ে, শব্দ ওড়ে, এখনোতো বেঁচে থাকা, কড়া নাড়া কার?
এই বেলা স্মৃতি নিংড়ে পিপাসার তৃষ্ণাজল তার মত হয়।